দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... APR 19 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

22

বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট

বাংলাদেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা

প্যারিসে বাংলাদেশের দাতাগোষ্ঠীর বৈঠক শুরুর প্রাক্কালে বিশ্বব্যাংক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশে প্রশাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। সরকারকে এসব উন্নয়নের জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টের গোড়াতেই রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ জাতীয় সংসদে ২৫শে জানুয়ারি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার কিছুটা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্র অন্তত জাতীয় স্বার্থকে উপরে রেখে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের কথা পরিহার করতে হবে। তারপরে তারা ছ'টি খাতের দিকে নজর দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। খবর বিবিসির।

রিপোর্ট ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

রিপোর্ট ঃ বিশ্ব ব্যাংকের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রথমত মানব সম্পদ উন্নয়নের দিকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা যা রয়েছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সেগুলোর উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

বিশ্বব্যাংক আরো বলেছে, যে বেসরকারি অর্থনৈতিক খাত আরো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে হবে।

বিশ্বব্যাংকের পরের পরামর্শ হল ঃ বিদেশী বিনিয়োগকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের আয়োজন করতে হবে। বিশ্বব্যাংক আরো বলেছে, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থা রয়েছে ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স এবং কর শুল্ক ইত্যাদি আদায় এবং সেগুলোর ব্যবহার আরো সুষ্ঠুতর করতে হবে।

সবশেষে তারা বলেছে, সার্বিক অর্থনৈতিক যে কাঠামো রয়েছে মুদ্রার বিনিময় হার তারপর মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি এসব খাতে একটা স্থিতিশীলতা আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিশ্বব্যাংকের কথা হল বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার এখনো ৭ দশমিক ৮ শতাংশ। এটা ভারতের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ বেশি এবং শ্রীলংকার তুলনায় ৬গুণ বেশি।

শিক্ষা খাতেও যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই এসব খাতের উন্নয়ন সাধন না করলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি একেবারে সম্ভব নয়।

বিশ্বব্যাংক যে দুটো খাতের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে বলেছে তা হল বিচার বিভাগ এবং পুলিশ।

বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশে জনসাধারণের বিচার-ব্যবস্থার সাহায্যের যে প্রয়োজন সে চাহিদা মেটানোর সামর্থ্য বিচার ব্যবস্থার নেই। বাণিজ্যিক এবং ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক যেসব লেনদেন হয় সেগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বিচারের যে নতুন কাঠামো প্রয়োজন তারও যথেষ্ট উন্নয়নের একটা বিধান করতে হবে বাংলাদেশের।

সবচাইতে বেশি যে দিকটা বিশ্বব্যাংক তুলে ধরেছে সেটা হল পুলিশ প্রশাসনের ক্ষেত্রে। তারা বলেছে, গত কয়েক বছরে পুলিশ প্রশাসনের আচরণ থেকে বাংলাদেশের জনগণের মনে একটা ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, পুলিশ সাধারণত দরিদ্রদের বিরোধী।

পুলিশ বেআইনিভাবে কুপন ছাপায়। সেগুলো পুলিশের বিভিন্ন কর্মকর্তার কাছে ৫০ টাকা বা ১০০ টাকায় বিক্রি করা হয়। সে কর্মকর্তারা আবার সেগুলো ট্রাক ড্রাইভারদের কাছে অনেক চড়া দামে বিক্রি করে এবং এটা একেবারে অবৈধ অর্থ সংগ্রহ। বিশ্বব্যাংকের মতে, এ ধরনের অবৈধ অর্থ সংগ্রহের ফলে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সত্যি বিপাকে পড়েছে।

বিশ্বব্যাংক বলছে, বাংলাদেশে বর্তমানে ৬ কোটির মতো মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব একটা চিন্তাভাবনা রয়েছে, ২০১০ সাল নাগাদ বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় ৬শ' ৫০ ডলার করতে হবে এবং ২০২০ সাল নাগাদ মাথাপিছু আয় ১২শ' থেকে ১৩শ' ডলার করতে হবে। এটা করতে হলে বিশ্বব্যাংক বলছে, প্রতিবছর বাংলাদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারকে সাড়ে ৭ শতাংশের উপরে নিয়ে যেতে হবে।

বলা হচ্ছে, বর্তমানে শিশুমৃত্যুর হার এবং অপুষ্টির যে হার রয়েছে, সেগুলোকে কাবিলা না করা হলে উন্নয়নের অন্য খাতেই অগ্রগতি সম্ভব নয়।